বাংলা

পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসবকে এক কথায় কী বলা হয়?

A. হীরক জয়ন্তী B. রজত জয়ন্তী C. সুবর্ণ জয়ন্তী D. সার্ধশত বার্ষিকী

উত্তর: C | ব্যাখ্যা:

- ১০ বছরকে দশক (decade) বলা হয়।
- ১২ বছরকে যুগ (era) বলা হয়।
- ২৫ বছরকে রজত জয়ন্তী (Silver Jubilee) বলা হয়।
- ৫০ বছরকে সুবর্ণ জয়ন্তী (Golden Jubilee) বলা হয়।
- ৬০ বছরকে হীরক জয়ন্তী (Diamond Jubilee) বলা হয়।
- ১০০ বছরকে শতাব্দী (Century) বলা হয়।

কোনটি বিদেশি উপসর্গ?

A. প্র B অজ. C. গর D. আঘা

উত্তর: C | ব্যাখ্যা: উপসর্গের নিজস্ব কোন অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অন্য শব্দের আগে যুক্ত হলে এদের অর্থদ্যোতকতা বা নতুন শব্দ সৃজনের ক্ষমতা থাকে।

উপসর্গ তিন প্রকার:

১) খাঁটি বাংলা

২) তৎসম/সংস্কৃত

৩) বিদেশি

★ খাঁটি বাংলা উপসর্গ ২১ টি: অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন (ঊনা) কদ্, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।

★ তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ ২০ টি : প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব, অনু, নির, দুর, বি, সু, উৎ, অধি, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ।

★ বিদেশি উপসর্গ হলো-

(ফারসি) = কার, দর, না, নিম, ফি, বদ, বে, বর, ব, কম।

(আরবি) = আম, লা, খাস, গর, বাজে, খয়ের।

(ইংরেজি) = ফুল 'Full', হাফ 'Half', হেড 'Head', সাব 'Sub'.

(হিন্দি/উর্দু) = হর।

'রেইনকোট' গল্পে প্রিন্সিপালের নাম কী?

A. ড. আফাজ আহমদ B. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

C. প্রফেসর নুরুল হুদা D. প্রফেসর আল আমির

উত্তর: A | ব্যাখ্যা: 'রেইনকোট' গল্পের প্রেক্ষাপট:

- গল্পের রচয়িতা: আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
- মূল চরিত্র (কথক): নুরুল হুদা
- নুরুল হুদার স্ত্রী: আসমা
- আসমা ছোট ভা:ই মিন্টু
- প্রিন্সিপাল: ড. আফাজ আহমদ
- উর্দুর প্রফেসর: আকবর সাজিদ
- পিয়ন: ইসহাক মিঞা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুক্তধারা' কী ধরনের রচনা?

A. গল্প B. কবিতা C. নাটক D. রম্যরচনা

উত্তর: C | ব্যাখ্যা:

- রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা ১৩টি নাটকে অভিনয় করেন।
- **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৃত্যনাট্য:** চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, শ্যামা, মায়ার খেলা, কালমৃগয়া।
- **প্রহসন:** গোড়ায় গলদ, বৈকুণ্ঠের খাতা, চিরকুমার সভা, কাকতি রাজার গল্প, হাস্যনাট্য মায়ার খেলা
- কাব্যনাট্য- মালিনী
- গীতিনাট্য- বাল্মীকি প্রতিভা, চিত্রাঙ্গদা, কাল মৃগয়া, বসন্ত।
- **রূপক ও সাংকেতিক নাটক:** রক্তকরবী, তাসের দেশ, রাজা, ডাকঘর, অচলায়তন, ফাল্গুনী, মুক্তধারা।

প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম কী?

A. বনফুল B. কালকূট C. বীরবল D. বীরবাহু

উত্তর: C | ব্যাখ্যা:

প্রকৃত নাম	ছদ্মনাম
মীর মশাররফ হোসেন	গাজী মিয়া
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভানুসিংহ ঠাকুর
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	অনিলাদেবী
প্রমথ চৌধুরী	বীরবল
কাজী নজরুল ইসলাম	দুখু মিয়া
সুভগেন্দ্রনাথ ঠাকুর	সুভো ঠাকুর
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	নীল লোহিত

English

Anis had Rafique _____ the floor.

A. clean B. to clean C. cleaned D. would clean

উত্তর: A | ব্যাখ্যা:

1. Sub + have + ব্যক্তি + verb এর base form
2. Sub + have + বস্তু + v_3

▸ Causative verb shortcut:

(i) ..... Make/have/let/help + ব্যক্তিবাচক obj + V_1 ....

(ii) ..... have/get + বস্তুবাচক obj + V_3

(iii) ..... make + বস্তুবাচক obj + V_1

(iv) ..... Let + বস্তুবাচক obj + V_1

(v) ..... get + ব্যক্তিবাচক obj + infinitine (to + V_1)

The boy _____ unless he apologized sincerely.

A. not be forgiven B. have not been forgiven

C. has not forgiven D. would not be forgiven

Ans: D | Exp: (1) If, Unless, had+subject (if), provided (if), provided that (if), providing that (if) = conditional conjunction. (2) will, can, shall, may = conditional verb. শর্ত: Conditional verb এবং conditional conjunction এক অংশে (clause) এ বসে না এবং উত্তর অংশে (clause) এ verb

এর একই form হবে। প্রশ্নে 'Unless' clause-এ verb এর past form থাকায়, Main clause-এ would + verb এর base form হবে।

One swallow does not make a ____.

A. winter B. summer C. spring D. feast

Ans: B | Exp: এটি একটা প্রবাদবাক্য যার অর্থ- এক মাঘে শীত যায় না।

- Misfortune never comes alone - বিপদ কখনো একা আসে না।
- Money begets money - টাকায় টাকা আনে।
- Nothing succeeds like success - জলই জল বাঁধে।
- Too much cunning overreaches itself- অতি চালাকের গলায় দাড়ি।

He is looking forward to ___ to Dhaka to attend the conference.

A. have gone B. go C. goes D. going

Ans: D | Exp: Get used to, mind, worth, consider, stop, regret, busy, recommend, remember, enjoy, feel like, it is no use, it is no good, practice, with a view to, look forward to, object to, would you mind, admit, anticipate, escape, delay, escape, tolerate, understand, suggest এদের পরে gerund (verb + ing) হয়।

____ received law degrees as today.

A. Never have so many

B. Never so many women have

C. The women are not ever

D. None of the above

Ans: A | Exp: i) Negative adverb, ii) Only + preposition/conjunction, iii) So + adjective ইত্যাদি দ্বারা কোন বাক্য শুরু হলে, এদের পরের অংশ auxiliary + subject + main verb + additional (ASMA) অনুযায়ী হয়।

আরবি

আরবি সাহিত্যের প্রাচীনতম যুগ কোনটি?

A. ইসলামের প্রারম্ভিক যুগ B. মামলুকী যুগ

C. ফাতেমীয় যুগ D. জাহেলি যুগ

উত্তর: D | ব্যাখ্যা:

১. জাহেলি যুগ (Pre-Islamic / Jahiliyyah Period)

- সময়কাল: ইসলামের আগের যুগ, সাধারণত হি. ১-এর আগে
- প্রধান সাহিত্য: কাব্য, কাবিলা বা গোত্র কাব্য (Qasida)

২. নবুওয়াত ও হিজরত যুগ:

- ১ হিজরি (৬২২ খ্রি.) থেকে ১১ হিজরি পর্যন্ত।

৩. খোলাফায়ে রাশেদীন যুগ:

- ১১ হিজরি থেকে ৪০ হিজরি (৬৩২–৬৬১ খ্রি.) পর্যন্ত।

৪.উমাইয়া যুগ (Umayyad Periods)

- উমাইয়া যুগ: হি. ৪১ – হি. ১৩২ (৬৬১–৭৫০ খ্রি.) পর্যন্ত।
- সাহিত্য: প্রাথমিক প্রবন্ধ, কাব্য, রাজনীতি ও ধর্মভিত্তিক রচনা

৫. আব্বাসীয় যুগ (Abbasid Period)

- হি. ১৩২ – হি. ৬৫৬ (৭৫০– ১২৫৮ খ্রি.) পর্যন্ত।
- সাহিত্য: প্রবন্ধ, গল্প, দার্শনিক সাহিত্য, কাব্য, রোমান্টিক উপন্যাস
- ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণযুগও বলা হয়।

৬. আধুনিক যুগ (Modern Period)

- আধুনিক যুগ সাধারণত ১৯শ শতাব্দী (খ্রিস্টাব্দ) থেকে ধরা হয়ে বর্তমান অব্দি
- সাহিত্য: আধুনিক কবিতা, নাটক, উপন্যাস, সংবাদপত্র ও সাহিত্য সমালোচনা।

৭. উত্তরাধুনিক কাল (Modern Period)

সকল সাহিত্যে আধুনিক যুগের পরিসমাপ্তি ঘটেছে বলে সব বোদ্ধা ঐকমত্য নন। তবুও কোনো কোনো পন্ডিত উত্তরাধুনিক যুগের প্রবাহ তৈরি হয়েছে বলে মনে করেন এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর থেকে একালের যাত্রা আরম্ভ হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন।

নিম্নের কোন কারণে গায়রে মুনছারিফ মুনছারিফ হয়?

A. বদল B. মাফউল C. মুদাফ D. তাকিদ

উত্তর: C | ব্যাখ্যা: গায়রে মুনসারিফ (غير منصرف) শব্দ সাধারণত আলিফ লাম, তানভীন এবং যের (কাসরা) গ্রহণ করে না। কিন্তু গায়রে মুনসারিফ শব্দটি যখন মুদাফ হয় বা তার শুরুতে 'আল' (ال) যুক্ত হয়, তখন তা মুনসারিফ (منصرف) হয়ে যায় এবং তানভীন ও যের গ্রহণ করতে পারে।

কোনটি মাজরুরাতের অন্তর্ভুক্ত?

A. মাফ'উল লাহু B. হাল C. মুদাফ ইলাইহি D. খবর

উত্তর: C | ব্যাখ্যা: মাজরুরাত (مجرورات) ২ প্রকারঃ

১. হরফে জার (حرف الجر)

২. ইজাফাত বা মুদাফ ইলাইহি (إضافة / مضاف إليه)

কবিতা আবৃত্তির লক্ষ্যে কোন কবির জন্য রাসূলুল্লাহ (স:) মসজিদে নববীতে পৃথক মিম্বর স্থাপন করেছিলেন?

A. হাসসান বিন ছাবিত B. কা'ব বিন যুহাইর

C. লবীদ বিন রবী'আ D. আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা

উত্তর: A | ব্যাখ্যা: রাসুল (সঃ)-এর সভা কবি ছিলেন হাসসান ইবনু ছাবিত (রা.)। তাঁকে শাইরুর রাসূল বা রাসূলের কবিও বলা হয়। তিনি মুখাদরাম কবিগণের অন্যতম (যে সব কবি জাহেলি ও ইসলামী উভয় যুগ পেয়েছেন তাদেরকে মুখাদরিম কবি বলা হয়)। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবী হাসসান ইবনে সাবিত (রাঃ)-এর জন্য মসজিদে নববীতে একটি বিশেষ মিম্বর স্থাপন করেছিলেন। তিনি ইসলামের শত্রুদের নিন্দা এবং রাসূল (সাঃ)-এর প্রশংসামূলক কবিতা ও কাফিরদের সমালোচনার উত্তর দেয়ার জন্য সেখানে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করতেন ।

'মুত্তাকী' শব্দের মাদ্দা (মূল বর্ণ) কী?

A. ওয়া, তা, ক্বাফ B. ওয়া, ক্বাফ, ইয়া

C. তা, ক্বাফ, ইয়া D. মীম, তা, ক্বাফ

উত্তর: B | ব্যাখ্যা: 'মুত্তাকী' (متقي) শব্দটির মাদ্দা (মূল বর্ণ) হলো: ওয়াও (و), ক্বাফ (ق), ইয়া (ي)

আহমদ শাওকী কোন যুগের কবি?

A. উমাইয়া B. আধুনিক C. আব্বাসীয় D. জাহিলি

উত্তর: B | ব্যাখ্যা: নিম্নের সকলে আধুনিক যুগের:
আহমদ শাওকী (১৮৬৯–১৯৩২) – কবি
হাফিজ ইব্রাহিম (১৮৭০–১৯৩২) – কবি
ত্বহা হোসাইন (১৮৮৯–১৯৭৩) – উপন্যাসিক (অন্ধ সাহিত্যিক/সমালোচক)***
নাজীব মাহফুজ (১৯১১–২০০৬) – উপন্যাসিক
খালিল জিবরান (১৮৮৩–১৯৩১) – কবি ও দার্শনিক লেখক
আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ (১৮৮৯–১৯৬৪) – প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সমালোচক
তাওফিক আল-হাকিম (১৮৯৮–১৯৮৭) – নাট্যকার

ইসলামিক স্টাডিজ

'ফিকহ' শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?

(A) ইসলামী আইনশাস্ত্র (B) বিশ্বাস (C) উপলব্ধি (D) ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

উত্তর: C| ব্যাখ্যা: 'ফিকহ' (الفقه) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো গভীর উপলব্ধি, সম্যক জ্ঞান, বা কোনো বিষয় সূক্ষ্মভাবে বোঝা।

স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর অংশ পাওয়ার অবস্থা কয়টি?

(A) ২ (B) ৩ (C) ৪ (D) ৫

উত্তর: A | ব্যাখ্যা: ইসলামী উত্তরাধিকার বিধান অনুযায়ী স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর অংশ পাওয়ার অবস্থা **২টি।**
১) স্বামীর কোনো সন্তান না থাকলে, স্ত্রী পাবে $\frac{১}{৪}$ (চার ভাগের এক ভাগ) অংশ
২) স্বামীর সন্তান থাকলে, স্ত্রী পাবে $\frac{১}{৮}$ (আট ভাগের এক ভাগ) অংশ

'আসাবা' কত প্রকার?

(A) ২ (B) ৩ (C) ৪ (D) ৫

উত্তর: B | ব্যাখ্যা: 'আসাবা' (عصبة) মোট ৩ প্রকারঃ
১) আসাবা বি-নাফসিহী (عصبة بنفسه)
২) আসাবা বি-গাইরিহী (عصبة بغيره)
৩) আসাবা মা'আ-গাইরিহী (عصبة مع غيره)

ইলমুল মা'আনী কোন শাস্ত্রের অন্তর্গত বিষয়?

(A) বালাগাত (B) মানতিক (C) ফিকহ (D) তাফসীর

উত্তর: A| ব্যাখ্যা: ইলমুল বালাগাত (علم البلاغة) প্রধানত তিনটি ইলমের সমষ্টি, যার অন্যতম হলো ইলমুল মা'আনী (علم المعاني)।
ইলমুল বালাগাত (علم البلاغة) মূলত ৩টি শাস্ত্রের সমষ্টি—
১) ইলমুল মা'আনী (علم المعاني)
২) ইলমুল বায়ান (علم البيان)
৩) ইলমুল বাদী' (علم البديع)

'উসুলুশ শাশী' কোন বিষয়ক গ্রন্থ?

(A) উসূলুত তাফসীর (B) উসূলুল হাদিস
(C) উসূলুল ঈমান (D) উসূলুল ফিকহ

উত্তর: D | ব্যাখ্যা: 'উসুলুশ শাশী' (أصول الشاشي) হলো হানাফী মাযহাবের উসূলুল ফিকহ (ইসলামী আইনশাস্ত্রের মূলনীতি) বিষয়ক একটি গ্রন্থ, যার লেখক নিযামুদ্দীন আশ-শাশী (রহ.)।

আল-কুরআন

আল কুরআনের পরিচয়:

অভিধানিক অর্থ: "কুরআন" (القرآن) শব্দটি আরবি ভাষা থেকে আগত। এটি 'ক্বারা' (قرأ - পড়া/পাঠ করা) ধাতু থেকে উৎপন্ন বলে অধিকাংশ আলেমের মত। সে দৃষ্টিতে "কুরআন"-এর অর্থ দাঁড়ায়—"অধিক পঠিত" বা "বারবার পাঠ করা হয় এমন গ্রন্থ"। আবার কিছু ভাষাবিদের মতে, এটি 'ক্বারানা' (قرن - সংযুক্ত করা) ধাতুর সঙ্গেও সম্পর্কিত হতে পারে, যার অর্থ "সংযুক্ত" বা "একত্রিত"। এ দিক থেকে কুরআন এমন এক গ্রন্থ, যার আয়াতসমূহ পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত ও অর্থবহ সংযোগে আবদ্ধ। তাই উভয় অর্থের সমন্বয়ে "কুরআন" নামটি তার মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যকে যথার্থভাবে প্রতিফলিত করে।

পারিভাষিক অর্থ: আল-কুরআন হলো মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সমগ্র মানবজাতির হিদায়াতের জন্য জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা)-এর ওপর নবুওয়তের ২৩ বছরে ধাপে ধাপে অবতীর্ণ ঐশী বাণীর সমষ্টি। এটি এমন এক মহাগ্রন্থ, যা লিখিত আকারে সংরক্ষিত এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে নির্ভুল ও নিরবচ্ছিন্ন সূত্রে (তাওয়াতুরের মাধ্যমে) বর্ণিত হয়ে এসেছে।

ইমাম আল-গাজ্জালী (রহ.)-এর ভাষায়, "কুরআন হলো সেই গ্রন্থ, যা রাসূল (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, যা মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ এবং যা সন্দেহাতীত ধারাবাহিক সূত্রে তাঁর থেকেই বর্ণিত।"

আল-কুরআনের কয়েকটি প্রসিদ্ধ নাম ও তাৎপর্য:

১. আল-কিতাব (الكتاب): গ্রন্থ; সংরক্ষিত ও সুসংবদ্ধ ঐশী কিতাব।

২. আল-হুদা (الهدى): পথপ্রদর্শক; যা মানবজাতিকে সত্য ও সঠিক পথের দিশা দেয়।

৩. আল-ফুরকান (الفرقان): সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী; যা হক ও বাতিলের মাঝে সুস্পষ্ট বিভাজন করে।

৪. আন-নূর (النور): আলো; যা অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়।

৫. আশ-শিফা (الشفاء): উপশম; যা অন্তরের রোগ ও সংশয় দূর করে প্রশান্তি দান করে।

৬. আল-মাওʻইযাহ (الموعظة): উপদেশ; যা হৃদয়কে কোমল করে এবং সৎপথে উদ্বুদ্ধ করে।

৭. আল-হিকমাহ (الحكمة): প্রজ্ঞা; যা গভীর জ্ঞান ও জীবনঘনিষ্ঠ শিক্ষায় পরিপূর্ণ।

৮. আল-বায়ান (البيان): সুস্পষ্ট বর্ণনা; যা সত্যকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে।

৯. কিতাবুম মুবীন (كتاب مبين): সুস্পষ্ট কিতাব; যার বাণী পরিষ্কার, দ্ব্যর্থহীন ও প্রাঞ্জল।

১০. আল-ওহি (الوحي): প্রত্যাদেশ; আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ঐশী বার্তা।

১১. কালামুল্লাহ (كلام الله): আল্লাহর বাণী; যা সরাসরি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

১২. হাবলুল্লাহ (حبل الله): আল্লাহর রজ্জু; যা দৃঢ়ভাবে ধারণ করলে মানুষ বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পায়।

আয়াতের প্রকারভেদ:

১. হুকুমের দিক থেকে (বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে):

আয়াত সাধারণত কয়েকভাবে বিভক্ত করা হয়। সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করলে-

১. **হালাল সম্পর্কিত আয়াত** — যা বৈধ ও অনুমোদিত বিষয় নির্দেশ করে।

২. **হারাম সম্পর্কিত আয়াত** — যা নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ স্পষ্ট করে।

৩. **আহকাম ও উপদেশমূলক আয়াত** — যার মধ্যে নীতিকথা, উপমা (أمثال) ও শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত।

২. অর্থের দিক থেকে:

১. মুহকামাত (محكمات): যেসব আয়াতের অর্থ সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন।

২. মুতাশাবিহাত (متشابهات): যেসব আয়াতের অর্থ গভীর, রূপকধর্মী বা একাধিক ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে।

সুরাসমূহের প্রকারভেদ:

সাধারণভাবে সুরা দুই প্রকার—

১. **মাক্কী সুরা-** মুহাম্মদ (সা)-এর মদিনায় হিজরতের পূর্বে যেসব সুরা অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলোকে মাক্কী সুরা বলা হয়।

মাক্কী সুরার সংখ্যা প্রায় **৮৬টি**।

২. **মাদানী সুরা-** হিজরতের পর যেসব সুরা অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলোকে মাদানী সুরা বলা হয়।

মাদানী সুরার সংখ্যা প্রায় **২৮টি**।

মাক্কী ওহি নাজিলের পদ্ধতি ৭টি:

১। স্বপ্নযোগে।

২। ঘণ্টারধ্বনির মাধ্যমে।

৩। জিবরাঈল (আ) এর নিজস্ব আকৃতিতে।

৪। জিবরাঈল (আ) কর্তৃক মানুষের আকৃতিতে।

৫। ইসরাফিল (আ) এর মাধ্যমে।

৬। পর্দার অন্তরাল থেকে।

৭। অন্তরে ইলহামের মাধ্যমে।

আল-হাদিস: হাদিস সংকলনের ইতিহাস

উসুলুল হাদিস:

হাদিস পরিচিতি: হাদিস (حديث) অর্থ কথা।, হাদিস (حديث) এর বিপরীত অর্থ হলো কদীম (قديم) তথা পুরাতন বা পূর্ববর্তী| হাদিস খবর (خبر) তথা সংবাদও বলা হয়।

পরিভাষাগত অর্থ: ইসলামের পরিভাষায়, রাসূল (সা.)-এর কথা (ক্বওলী), কাজ (ফে'লী) এবং সাহাবীদের কোনো কাজ দেখে তাঁর মৌন সমর্থন বা অনুমোদন (তাকরিরী) কে হাদিস বলে ।

ইসলামি শরীয়ায় কুরআনের পরে হাদিস হলো দ্বিতীয় উৎস যা ইসলামী জীবন পরিচালনার মূল। হাদিসও এক ধরনের ওহী। যা ওহীয়ে গায়রে মাতলু।

হাদিসের প্রকারভেদ (সনদ অনুযায়ী):

★ সনদের দিক থেকে হাদিস তিন প্রকার:

১. মারফূ' (مرفوع): যে হাদিসের বর্ণনা সরাসরি রাসুল (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে।

২. মাওকূফ (موقوف): যে হাদিসের বর্ণনা সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে।

৩. মাকতূ (مقطوع) : যে হাদিসের বর্ণনা তাবেয়ী পর্যন্ত পৌঁছেছে।

★ মতনের দিক থেকে হাদিস সাধারণত তিন প্রকার:

১. কাউলী (قَوْلِي) হাদিস, যেখানে মুহাম্মদ (সা.)-এর বলা কথা বর্ণিত থাকে।

২. ফে'লী (فِعْلِي) হাদিস, যেখানে রাসূল (সা.)-এর বাস্তব জীবনাচরণ, কাজ ও আমল বর্ণিত হয়।

৩. **তাকরীরী (تَقْرِيْرِي)** হাদিস, যেখানে সাহাবীদের কোনো কথা বা কাজকে রাসূল (সা.) সমর্থন বা নীরব সম্মতি প্রদান করেছেন বলে বর্ণিত হয়।

★ বর্ণনাকারীর সংখ্যা অনুযায়ী হাদিস চার প্রকার :

১ **মুতাওয়াতির (متواتر) হাদিস**—যে হাদিস প্রতিটি যুগে এত অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের পক্ষে মিথ্যার ওপর একমত হওয়া স্বাভাবিকভাবেই অসম্ভব।

২. **মাশহুর (مشهور) হাদিস**—যে হাদিসে সাহাবীদের পরবর্তী প্রতিটি যুগে বর্ণনাকারীর সংখ্যা কখনো তিনজনের
কম হয়নি।

৩. **আযীয (عزيز) হাদিস**—যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোনো যুগেই দুইজনের কম নয়।

৪. **গরীব (غريب) হাদিস**—যে হাদিস কোনো কোনো যুগে মাত্র একজন বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে।

রাবী বাদ পড়ার দিক থেকে হাদিস ২ প্রকার:

১) মুরসাল হাদিস (حديث مرسل): যে হাদিসের সনদে সাহাবীর নাম বাদ পড়ে যায় এবং তাবেয়ী সরাসরি রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন—তাকে মুরসাল হাদিস বলে।

২) মুনকাতি হাদিস (منقطع): যে হাদিসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, অর্থাৎ সনদের কোনো স্তরে একজন রাবী বা একাধিক রাবী বাদ পড়ে গেছে, তাকে মুনকাতি হাদিস বলা হয়।

ইলমে হাদিসের পরিভাষা:

সাহাবী: যিনি ঈমানসহ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সান্নিধ্য লাভ করেছেন এবং মুমিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন।

তাবেয়ী: যিনি কোনো সাহাবীর নিকট থেকে হাদিস শিক্ষা করেছেন এবং ঈমানসহ মৃত্যুবরণ করেছেন।

মুহাদ্দিস: যে ব্যক্তি হাদিস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদিসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন, তাকে মুহাদ্দিস বলা হয়।

শায়খায়ন:

- সাহাবীদের মধ্যে: আবু বকর (রা.) ও ওমর (রা.)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়।
- হাদিসশাস্ত্রে: ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম-কে শায়খায়ন বলা হয়।
- ফিকহশাস্ত্রে: ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ-কে বোঝানো হয়।
- সাহেবাইন বলা হয়- ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ কে।
- তরফাইন বলা হয়- ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ কে।
- আইম্মায়ে সালাসা বলা হয়- শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ বিন হাম্বলকে ।

সনদ: হাদিস বর্ণনার ধারাবাহিক রাবীদের শৃঙ্খলকে সনদ বলা হয়।

মতন: হাদিসের মূল বক্তব্য বা টেক্সটকে মতন বলা হয়।

সুনান: যে হাদিস গ্রন্থ ফিকহের অধ্যায় অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।

মুসনাদ: যে হাদিস গ্রন্থ সাহাবীদের নাম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।

সহীহাইন: সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম—এই দুই গ্রন্থকে একত্রে সহীহাইন বলা হয়।

মুত্তাফাকুন আলাইহি: যে হাদিস উভয় গ্রন্থে (বুখারী ও মুসলিম) বর্ণিত হয়েছে, তাকে মুত্তাফাকুন আলাইহি বলা হয়। মুত্তাফাকুন আলাইহি হাদিসের সংখ্যা- ২৩২৬টি।

হাফেজ (حافظ): যিনি সনদ ও মতনসহ বিপুল সংখ্যক (সাধারণত এক লক্ষ) হাদিস মুখস্থ করেছেন।

হুজ্জাত (حجة): যিনি প্রায় তিন লক্ষ হাদিস সনদ ও মতনসহ আয়ত্ত করেছেন।

হাকেম (حاكم): যিনি অধিকাংশ হাদিস সনদ ও মতনসহ গভীরভাবে জ্ঞান রাখেন (সব হাদিস মুখস্থ—এটা কঠোর অর্থে শর্ত নয়, বরং ব্যাপক দক্ষতা বোঝায়)।

রেওয়ায়েত (رواية): হাদিস বর্ণনার পদ্ধতিকে রেওয়ায়েত বলা হয়।

দেরায়েত (دراية): হাদিস যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণের পদ্ধতিকে দেরায়েত বলা হয়।

জামে (الجامع): যে হাদিস গ্রন্থে হাদিসসমূহকে বিষয়ভিত্তিকভাবে সাজানো হয় এবং দ্বীনের সকল গুরুত্বপূর্ণ দিক অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাকে জামে (الجامع) বলা হয়। সাধারণত এতে নিম্নোক্ত আটটি অধ্যায় থাকে—

১. আকাঈদ (العقائد)
২. আহকাম (الأحكام)
৩. সিয়ার (السِّيَر)
৪. আদাব (الآداب)
৫. তাফসীর (التفسير)
৬. ফিতান (الفتن)
৭. আশরাতুস্-সা'আহ (أشراطُ الساعة)
৮. মানাকিব (المناقب)

আকাইদ ও ফিকহ্ এর মৌলিক তথ্য

1. **আকাইদ (العقائد):** আকাইদ শব্দটি আরবি ভাষার বহুবচন। এর একবচন হলো **আকিদা (عقيدة)**। **অর্থ:** বন্ধনসমূহ বা বিশ্বাসমালা। যে দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের ভিত্তিতে মানুষের চিন্তা-চেতনা পরিচালিত হয় এবং তার সকল কাজ ও আচরণ নির্ধারিত হয়, তাকে আকিদা (عقيدة) বলা হয়।
2. **দ্বীন (الدين):** দ্বীন শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হলো **আদইয়ান (أديان)**। এর অর্থ হলো জীবনব্যবস্থা বা জীবনধারা।
3. ইমানের **৭০টিরও বেশি শাখা রয়েছে**। -
   i. সর্বোত্তম শাখা: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই)—এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া।
   ii. সর্বনিম্ন শাখা: রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া।
4. **তাযকিয়া (التزكية):** তাযকিয়া শব্দের অর্থ হলো পবিত্রতা, পরিশুদ্ধতা ও আত্মশুদ্ধি।
5. **জাত-তাওহিদ/সিফাত (توحيد الذات والصفات):** সত্তাগত দিক থেকে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়—এ বিশ্বাসকে জাত ও সিফাতের তাওহিদ বলা হয়।
6. ইলাহ শব্দের অর্থ উপাস্য বা মাবুদ। এর বহুবচন হলো **আলিহাতুন (آلهة)**।
7. **আরশ (العرش):** আরশ শব্দের অর্থ রাজত্ব, রাজসিংহাসন, ছাদ, মাচা, শক্তি বা কর্তৃত্ব ইত্যাদি।
8. **হামালাতুল আরশ (حملة العرش):** যে ফেরেশতারা আরশ বহন করেন, তাদেরকে হামালাতুল আরশ বলা হয়।
9. **কুরসি (الكرسي):** কুরসি শব্দটি একবচন, এর বহুবচন **কুরাসিউন (كراسي)**। এর অর্থ চেয়ার, আসন বা সিংহাসন।
10. **العِبَادَاتُ (আল-ইবাদাত):** এটি العِبَادَةُ (আল-ইবাদাহ) শব্দের বহুবচন। মূল শব্দ: এটি عَبْدٌ (আবদুন) শব্দ থেকে নির্গত। عَبْدٌ (আবদুন) এর অর্থ: চরম বিনয়ের সাথে অনুগত হওয়া বা দাসত্ব স্বীকার করা। العِبَادَة (আল-ইবাদাহ) এর অর্থ: আনুগত্য, দাসত্ব, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ সমর্পণ ও উপাসনা।
11. উদ্দেশ্যগতভাবে ইবাদত (العبادات) মূলত ২ প্রকার
    i. **ইবাদাতে মাকসুদা (العبادة المقصودة):**

যে ইবাদতগুলো সরাসরি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নির্ধারিত এবং যেগুলো মূলত ইবাদত হিসেবেই করা হয়। যেমন: সালাত, সাওম, হজ, যাকাত ইত্যাদি।

ii. **ইবাদাতে গাইরে মাকসুদা (العبادة غير المقصودة):** যে কাজগুলো মূলত দুনিয়াবি কাজ, কিন্তু নিয়ত ও শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তা ইবাদতে পরিণত হয়। যেমন: হালাল উপার্জন, পিতা-মাতার সেবা, মানুষের উপকার করা ইত্যাদি (নিয়ত সঠিক হলে)।

12. **শিরক (Shirk)** মূলত ২ প্রকার—

i. **শিরকে আকবর (الشِّرْكُ الأَكْبَر)** যে শিরক করলে মানুষ ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়।

ii. **শিরকে আসগর (الشِّرْكُ الأَصْغَر)** যে শিরক বড় শিরকের মতো নয়, তবে তা গুনাহ ও ইবাদতের ক্ষতি করে।

13. **শিরকে আকবরের প্রকারভেদ (৪টি)**

শিরকে আকবর সাধারণত ৪ প্রকার—

I. **আশ-শিরকু ফিদ-যাত (الشِّرْكُ في الذَّات)** আল্লাহর সত্তায় অংশীদার স্থাপন করা।

II. **আশ-শিরকু ফিস-সিফাত (الشِّرْكُ في الصِّفَات)** আল্লাহর গুণাবলীতে অন্যকে শরীক করা।

III. **আশ-শিরকু ফিল-হুকুক (الشِّرْكُ في الحُقُوق)** আল্লাহর বিশেষ অধিকার (হক) অন্য কারো জন্য নির্ধারণ করা।

IV. **আশ-শিরকু ফিল-ইবাদাত (الشِّرْكُ في العِبَادَة)** ইবাদতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে শরীক করা।

14. প্রধান ৪ জন ফেরেশতা ও তাঁদের কাজ:

নাম:	কাজ :
হযরত জিবরাঈল (আঃ)	আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী পৌঁছে দেন নবী-রাসূলদের কাছে।
হযরত মিকাইল (আঃ)	বৃষ্টি বর্ষণ, রিজিক বিতরণ এবং প্রকৃতির ব্যবস্থাপনা করেন।
হযরত ইসরাফিল (আঃ)	কিয়ামতের দিন শিঙ্গা ফুঁকবেন; যার মাধ্যমে দুনিয়ার সবকিছু ধ্বংস হবে এবং পুনরায় জীবিত হবে।
হযরত আজরাঈল (আঃ)	মৃত্যুর সময় মানুষের আত্মা কবজ করেন। |

ইমামদের জীবনী

১. ইমাম আবু হানিফা

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ছিলেন ইসলামী ফিকহশাস্ত্রের এক যুগান্তকারী মুজতাহিদ ও হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পূর্ণ নাম হলো নু'মান ইবনে সাবিত (نعمان بن ثابت)। তিনি ৮০ হিজরিতে (৬৯৯ খ্রিস্টাব্দ) ইরাকের কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ মূলত পারস্যভূমি থেকে আগত ছিল। শৈশব থেকেই তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, তীক্ষ্ণ চিন্তাশক্তি ও জ্ঞানার্জনের প্রতি গভীর আগ্রহের জন্য পরিচিত ছিলেন। প্রথমদিকে তিনি ব্যবসায়িক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকলেও পরবর্তীতে সম্পূর্ণভাবে ইসলামী জ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন এবং কুফার বিখ্যাত আলিম হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান (রহ.)-এর নিকট দীর্ঘকাল ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি তাবেয়ীদের যুগের একজন প্রখ্যাত ফকীহ হিসেবে স্বীকৃত এবং বহু সাহাবীর সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাও ইতিহাসে আলোচিত।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইসলামী আইনশাস্ত্রকে যুক্তি, কিয়াস ও গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি সুসংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করেন। তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও উচ্চ মর্যাদার কারণে তাঁকে "ইমামুল আ'জম" (সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি রাষ্ট্রীয় অন্যায় ও অবিচারের বিরোধিতা করায় শাসকদের রোষানলে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত কারাবরণ করেন। ১৫০ হিজরিতে (৭৬৭ খ্রিস্টাব্দ) তিনি কারাগারেই ইন্তেকাল করেন।

তাঁর সরাসরি রচিত গ্রন্থ সংখ্যা সীমিত হলেও আকীদা ও ফিকহ বিষয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও শিক্ষা পরবর্তীতে সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'আল-ফিকহুল আকবার', 'আল-ফিকহুল আবসাত' এবং 'কিতাবুল আ'লিম ওয়াল মুতাআল্লিম'। এছাড়াও তাঁর ফিকহভিত্তিক মতামত ও বিধানসমূহ তাঁর দুই মহান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মাধ্যমে সংকলিত হয়ে হানাফী ফিকহকে পূর্ণতা প্রদান করেছে। ইসলামী জ্ঞানজগতে তাঁর অবদান অমর ও যুগান্তকারী হিসেবে বিবেচিত।

২. ইমাম আশ-শাফিঈ

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস আশ-শাফিঈ (الإمام محمد بن إدريس الشافعي) ছিলেন ইসলামী ফিকহশাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইমাম এবং শাফেয়ী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৫০ হিজরিতে (৭৬৭ খ্রিস্টাব্দ) ফিলিস্তিনের গাজা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ কুরাইশ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তিনি ছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বংশধারার সাথে সম্পর্কিত। শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন এবং দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে উঠলেও অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তির কারণে অল্প বয়সেই কুরআন হিফজ সম্পন্ন করেন এবং আরবি ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

তিনি প্রথমে মক্কায় শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে ইমাম মালিক (রহ.)-এর নিকট মদিনায় 'মুআত্তা' হাদিস গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীতে তিনি ইরাক, ইয়েমেন ও মিসরসহ বিভিন্ন অঞ্চলে জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন।

তাঁর জ্ঞান, যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণ এবং দলিলভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে তিনি ইসলামী ফিকহকে একটি সুসংহত রূপ প্রদান করেন। তিনি উসুলুল ফিকহ শাস্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দেন, যার ফলে তাঁকে "উসুলে ফিকহের জনক" বলা হয়।

ইমাম শাফিঈ (রহ.) তাঁর জীবনের শেষ সময় মিসরে অবস্থান করেন এবং সেখানেই ২০৪ হিজরিতে (৮২০ খ্রিস্টাব্দ) ইন্তেকাল করেন। তাঁর রচিত ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'আল-রিসালা' (উসুলুল ফিকহ বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ) এবং 'আল-উম্ম' বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। তাঁর অবদান ইসলামী আইনশাস্ত্রকে গভীরতা, শৃঙ্খলা ও দলিলনির্ভরতার এক অনন্য উচ্চতায় উন্নীত করেছে।

ইসলামের বিভিন্ন যুদ্ধ

বদর যুদ্ধ (غزوة بدر)

বদর যুদ্ধ (غزوة بدر) ইসলামের ইতিহাসে প্রথম সশস্ত্র সংঘর্ষ হওয়া সত্ত্বেও এটি শুধু একটি যুদ্ধই নয়, বরং ইসলামের শক্তি, ঈমান ও আল্লাহর উপর ভরসার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। ২য় হিজরীর ১৭ রমজান (৬২৪ খ্রিস্টাব্দে) মদিনা থেকে প্রায় ১৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বদর নামক স্থানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মূলত মক্কার কুরাইশদের একটি বাণিজ্য কাফেলা প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে মুসলমানরা বের হলেও পরিস্থিতি দ্রুত পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে রূপ নেয়।

এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৩১৩ জন, যাদের মধ্যে ছিল মাত্র ২টি ঘোড়া ও ৭০টি উট; অপরদিকে কুরাইশ বাহিনী ছিল প্রায় ১০০০ জন সুসজ্জিত সৈন্য নিয়ে। এত বড় ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও মুসলমানরা আল্লাহর সাহায্যে বিজয়ী হয়। কুরআনে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা প্রেরণের মাধ্যমে মুসলমানদের সহায়তা করেছিলেন (সূরা আল-আনফাল)। যুদ্ধের শুরুতে একক দ্বন্দ্বে (মুবারাযা) হযরত হামজা (রা.), হযরত আলী (রা.) ও উবাইদা (রা.) শত্রুপক্ষের যোদ্ধাদের পরাজিত করেন, যা মুসলমানদের মনোবল বাড়িয়ে দেয়।

এই যুদ্ধে কুরাইশদের প্রধান নেতা আবু জাহলসহ অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি নিহত হয়, যা মক্কার শক্তিকে দুর্বল করে দেয়। মুসলমানদের মধ্যে ১৪ জন শহীদ হন, আর শত্রুপক্ষের প্রায় ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন বন্দী হয়। বন্দীদের প্রতি ইসলামের মানবিক আচরণের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়—অনেককে মুক্তিপণ গ্রহণ করে বা শিক্ষাদানের বিনিময়ে মুক্তি দেওয়া হয়।

বদর যুদ্ধের ফলাফল শুধু সামরিক বিজয়ই ছিল না; এটি মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায়, মদিনায় ইসলামের অবস্থানকে সুদৃঢ় করে এবং আরবের অন্যান্য গোত্রের কাছে মুসলমানদের একটি শক্তিশালী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই যুদ্ধকে "ইয়াওমুল ফুরকান" (সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী দিন) বলা হয়, কারণ এই দিনের মাধ্যমে সত্যের বিজয় ও মিথ্যার পরাজয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

খোলাফায়ে রাশেদীন (الخلفاء الراشدون)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) (৫৭৩–৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ সাহাবী, ইসলামের প্রথম খলিফা এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। সত্যবাদিতা ও রাসূল (সা.)-এর প্রতি তাঁর অটল বিশ্বাসের কারণে তাঁকে "সিদ্দীক" উপাধি প্রদান করা হয়। তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত ও ধনী কুরাইশ বণিক, যিনি আরবসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবসা পরিচালনা করে অভিজ্ঞতা ও সামাজিক মর্যাদা অর্জন করেন। রাসূল (সা.)-এর দাওয়াতের সংবাদ পাওয়ার পর তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন, যা ইসলামের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল।

তিনি রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায় তাঁর অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা ও ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁর কন্যা হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে রাসূল (সা.)-এর বিবাহের মাধ্যমে তাঁদের পারিবারিক সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। তাবুকের যুদ্ধে তিনি তাঁর সমুদয় সম্পদ দান করেন এবং হুদায়বিয়ার সন্ধিতেও অংশগ্রহণ করেন। রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর ১১ হিজরীতে তিনি ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খিলাফতকাল ছিল প্রায় ২ বছর ৩ মাস (১১ হিজরি–১৩ হিজরি, ৬৩২–৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ)। এই স্বল্প সময়ে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রকে সংকট থেকে রক্ষা করে সুসংগঠিত করেন। তাঁর নেতৃত্বে মুরতাদ বিদ্রোহ (রিদ্দা যুদ্ধ) দমন করা হয়, কুরআন সংকলনের প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং ইসলামী রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা হয়। পাশাপাশি পারস্য ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু হয়, যা পরবর্তীতে ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তারের ভিত্তি স্থাপন করে। তিনি ইসলামী ইতিহাসে ন্যায়পরায়ণতা, দৃঢ়তা ও নেতৃত্বের এক উজ্জ্বল ও অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

আরবি ২য় পত্র

নাহু

আরবি ভাষায় অর্থবোধক শব্দ ২ প্রকার-

১. মুফরাদ (مفرد)- একক অর্থবোধক শব্দ।

২. মুরাক্কাব (مركب) - একাধিক অর্থবোধক শব্দ।

★ মুফরাদ (مفرد)- এর অপর নাম কালিমা (كلمة).

★ কালিমা (كلمة) তিন প্রকার-

১. ইসম (اسم) : Noun

২. ফে'ল ((فعل) : Verb

৩. হরফ (حرف) : Preposition

★ ইসম (اسم), ফে'ল ((فعل) ও হরফ (حرف) চেনার আলামত সমূহ:

⇨ ইসম (اسم) এর আলামাতসমূহ:

1. শব্দের শুরুতে আলিফ(ا) ও লাম (ل) আসা। البيت

2. শব্দের শেষে তানভীন যুক্ত হওয়া। نقيٌ
3. মুসনাদ ইলাইহি (مسند اليه) হওয়া। الله واحد
4. মুদাফ (مضاف) হওয়া। غلام نقي
5. মুসাগ্গার (مصغر) হওয়া। قريش
6. শব্দের শেষে তা'য়ে তানিস তথা 'ة' হওয়া। سيارة
7. মানসুব (منسوب) হওয়া। بنغلاديشي (বাংলাদেশের অধিবাসী)।
8. শব্দরে শুরুতে হরফে জর (حروف الجر) আসা।
9. তাসনিয়া (التثنية) তথা দ্বিবচন হওয়া। رجلان
10. জমা (الجمع) তথা বহুবচন হওয়া। رجال
11. মাওসুফ (موصوف) হওয়া। نقي صالح

⇨ **ফে'ল ((فعل) এর আলামাতসমূহ:**

1. শব্দের শুরুতে ক্বাদ (قد) আসা। قد ضرب
2. শব্দের শুরুতে সিন (س) আসা। سيضرب
3. শব্দের শুরুতে সাওফা (سوف) আসা। سوف يضرب
4. শব্দের শুরুতে হুরুফে জাযেমা (حروف الجازمة) আসা। لم يضربْ
5. আমর (امر) হওয়া
6. নাহী (نهي) হওয়া।
7. শব্দের শেষে যমীর তথা ضمير مرفوع متصل যুক্ত হওয়া। ضربت
8. শব্দের শেষে সাকিন যুক্ত তা تاء التأنيث হওয়া। ضربتْ

⇨ **হরফ (حرف) এর কোনো আলামত নেই**। ইসম (اسم) এবং ফে'ল (فعل) এর আলামত পাওয়া না যাওয়ায় হচ্ছে হরফ (حرف) এর আলামত।

★ মুরাক্কাব (مركب) ২ প্রকার:

১. মুরাক্কাবে মুফীদ (مركب مفيد) : বক্তার বক্তব্যের পরে শ্রোতা কিছু বুঝতে পারলে তাকে মুরাক্কাবে মুফীদ (مركب مفيد) বলে।

২. মুরাক্কাবে গায়রে মুফীদ (مركب غير مفيد): বক্তার বক্তব্যের পরে শ্রোতা কিছু বুঝতে না পারলে তাকে মুরাক্কাবে গায়রে মুফীদ (مركب غير مفيد) বলে।

★ জুমলা (جملة) ২ প্রকার:

১. জুমলায়ে খাবরিয়্যাহ (جملة الخبرية): বক্তার বক্তব্যকে সত্য মিথ্যা দ্বারা নির্ণয় করা গেলে তাকে জুমলায়ে খাবরিয়্যাহ (جملة الخبرية) বলে।
যেমন: নক্বী ভালো। (সত্য ও হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে)

২. জুমলায়ে ইনশায়িয়্যাহ (جملة الإنشائية): বক্তার বক্তব্যকে সত্য মিথ্যা দ্বারা নির্ণয় করা না গেলে তাকে জুমলায়ে ইনশায়িয়্যাহ (جملة الإنشائية) বলে।
যেমন: أسكت (চুপ করো) ['চুপ করো' এটাকে সত্য-মিথ্যা বলা যায় না]।

★ জুমলায়ে খাবরিয়্যাহ (جملة الخبرية) ২ প্রকার:

১. জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ (جملة الاسمية): যে বাক্য ইসম (إسم) তথা Noun দ্বারা শুরু হয়।

২. জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ (جملة الفعلية): যে বাক্য ফে'ল (فعل) তথা Verb দ্বারা শুরু হয়।

সরফ

✪ আফআলে মুতাসাররিফা (الأفعال المتصرفة) ও আসমায়ে মুতামাক্কিনা (الأسماء المتمكنة) ৪ প্রকার:

১. সাহিহ (صحيح): যে শব্দে কোনো হরফ-ইল্লত (و، ي، ا) থাকে না।
যেমন: كتب، رجل

২. মাহমুয (مهموز): যে শব্দের/ফে'ল (الفعل) এর মূল বর্ণে কোনো এক জায়গায় হামজা (ء) থাকে তাকে মাহমুয (مهموز) বলে।
যেমন: أكل ، سأل

৩. মু'তাল্ল (معتل): যে শব্দের মূল বর্ণে এক বা একাধিক হরফ-ইল্লত (و، ي، ا) থাকে তাকে মু'তাল্ল (معتل) বলে।
যেমন: قال، سار

৪. মুযা'আফ (مضاعف): যে শব্দের মূল বর্ণে একই অক্ষরের একাধিক শব্দ থাকে তাকে মুযা'আফ (مضاعف) বলে।
যেমন: مدّ ، ردّ

পরীক্ষায় আসার মতো গুরুত্বপূর্ণ শব্দাবলী:

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
রিওয়াইয়া (رِوَايَة)	উপন্যাস	আমসাল (أَمْثَال)	প্রবাদ
নাজম্ (نَظْم)	পদ্য	নাছর (نَثْر)	গদ্য
মাকালা (مَقَالَة)	প্রবন্ধ	ক্বিচ্ছাহ (قِصَّة)	গল্প
হিজা (هِجَاء)	কুৎস কবিতা	হামাসা (حَمَاسَة)	বীরত্ব গাঁথা
শাইর (شَاعِر)	কবি	শি'র (شِعْر)	কবিতা
আদীব (أَدِيب)	সাহিত্যিক	আদাব (أَدَب)	সাহিত্য
ছাহাফী (صَحَفِيّ)	সাংবাদিক	ছিহাফাতুন (صِحَافَة)	সাংবাদিকতা
মাসরাহিয়া (مَسْرَحِيَّة)	নাটক	জরীদাহ (جَرِيدَة)	পত্রিকা
মার্ছিয়্যাহ (مرثية)	শোক গাঁথা	মাদহ (مدح)	প্রশংসা গাঁথা
গযল (غزل)	প্রেমের কবিতা	ফখরীইয়াহ (فخرية)	গৌরব গাঁথা

যুগ ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রসিদ্ধ আরবি কবি ও সাহিত্যিকগণের জীবনী:

জাহেলি যুগের কবিগণ:

নাম	জন্ম- মৃত্যু	উপাধি	সাহিত্য কর্ম
ইমরুল কায়েস	৪৯৬–৫৪৪ খ্রি. /৫০১–৫৪৪ খ্রি.	আমীরুশ শু'আরা, আরবের শেক্সপিয়র, ভবঘুরে যুবরাজ, ছন্দের জাদুকর এবং উপমার জনক। (মুয়াল্লাকার কবি)	Mu'allaqat of Imru' al-Qais (المعلقات), Stop, let us weep (قفا نبك), The Desert Journey" (থিম্যাটিক কবিতা), Diwan al-Imrul Kayes.
যুহাইর ইবনে আবী সুলমা	৫২০–৬০৯ খ্রি.	মুয়াল্লাকার কবি, হাকিমুশ শু'আরা	Mu'allaqat of Zuhayr (المعلقات), Peace between tribes (থিম্যাটিক কাসিদা), Wisdom Poetry (حِكميات).
তারাফা ইবনে আল-আব্দ	৫৪৩–৫৬৯ খ্রি.	মুয়াল্লাকার কবি।	Mu'allaqat of Tarafa (المعلقات), Poem of Youth and Pleasure (থিম্যাটিক কাসিদা), Elegy and Fate (رثاء وقدر).
লবীদ ইবনে রবীআহ	৫৬০–৬৬১ খ্রি.	মুয়াল্লাকার কবি।	Mu'allaqa of Labid (المعلقة), Everything except Allah is perishing" (থিম্যাটিক ধারণা)।
আমর ইবনুল কুলসুম	৫২০–৫৮৪ খ্রি.	মুয়াল্লাকার কবি, ফারিসুশ শু'আরা (فارس الشعراء) "সাহসী কবি"।	Mu'allaqa of Amr ibn Kulthum (المعلقة), O our pride and glory (থিম্যাটিক কাসিদা), Battle Poetry (حماسة شعرية).

Model Question - 01

01. কোনটি তায়াম্মুমের কাজ নয়?

A. পবিত্রতার নিয়ত করা B. মুখমন্ডল মাসেহ করা C. উভয় হাত মাসেহ করা D. টাখনু সহ দু'পা মাসেহ করা

02. মুস্তাফা সাদিক রাফেকী কোন যুগের লেখক?

A. আধুনিক B. উমাইয়া C. আব্বাসী D. পতন যুগ

03. ভন্ড নবী কে?

A. আবু জাহল B. আবু লাহাব C. মুসায়লামাহ D. উতবাহ

04. আরবি ভাষায় 'মুনতাখাব' শব্দটির অর্থ হবে-

A. বর্ণনা করা B. উল্লিখিত C. গৃহীত D. পঠিত

05. আরবি-সাহিত্যে আধুনিক যুগের কবি সম্রাট কে?

A. আহমদ শাওকী B. হাফেজ ইব্রাহিম C. আল-বারুদী D. খলিল মুতরান

06. মাবনী আসল কত প্রকার?

A. ৭ প্রকার B. ৪ প্রকার C. ৫ প্রকার D. ৩ প্রকার

07. 'আল-মাওসূ'আ' এর বাংলা প্রতিশব্দ কোনটি?

A. বিশ্বজনীন B. অভিধান C. বিশ্বকোষ D. ইতিহাস

08. 'হিজা' কোন ধরনের কবিতা?

A. ব্যঙ্গ কবিতা B. শোক গাঁথা C. প্রশংসা গাঁথা D. প্রেমের কবিতা

09.আতফের হরফ কত প্রকার?

A. ৫ প্রকার B. ৪ প্রকার C. ৬ প্রকার D. ১০ প্রকার

10. 'তাফইলাতুন' কোন বাবের মাসদার?

A. ইফআল B. তাফ'য়ীল C. ইফতিআল D. ইনফিআল

11. আল-মারছিয়া এর বাংলা অর্থ কি?

A. শোক গাথা B. গৌরব গাথা C. বিরহ গাথা D. প্রেম গাথা

12. 'কিতাবুল খারাজ' এর লেখক কে?

A. ইমাম রাযী B. ইমাম মুহাম্মদ C. ইমাম আবু ইউসুফ D. ইমাম যুফর

13. সাইয়্যিদুনা আবু বকর (রা.) কুরআন একত্রিত করার জন্য কাকে দায়িত্ব দেন?

A. আলী (রা.) B. যায়িদ ইবনু ছাবিত (রা.) C. উবাই ইবনু কা'ব (রা.) D. মু'আয ইবনু জাবাল (রা.)

14. হযরত খাদীজা (রা) কুরাইশ গোত্রের কোন শাখায় জন্ম গ্রহণ করেন?

A. বানুতাইম B. বানু আদিত C. বানু আসাদ D. বানু জুহরাত

15. 'জার্মন'-এর আরবি প্রতিশব্দ কোনটি?

A. আসবানিয়া B. আল জার্মান C. আলমানিয়া D. ইয়াবান

Model Question - 01 (Ans)

1. D	2. A	3. C	4. C	5. A	6. D	7. C	8. A	9. D	10. B	11. A	12. C	13. B	14. D	15. C

(সংক্ষেপিত)